স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী
রওশন এরশাদ এর জীবন বৃত্তান্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী রওশন এরশাদের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৭ জুন ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা খান সাহেব উমেদ আলী এবং মাতা বদরুন নাহার। তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।

রওশন এরশাদ মুমিনুননেসা গার্লস কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত। তাঁর স্বামী হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে একজন ফার্স্ট লেডি হিসেবে রওশন এরশাদ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অবদান রেখেছেন। তিনি সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতিরও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ কিডনি ট্রাস্টের চেয়ারপারসন এবং হিউম্যান রাইটার্স ভলানটারি ও বাংলাদেশ অফথালমলজি অ্যাসোসিয়েশনের চিফ পেট্রন। এছাড়াও তিনি মাদকবিরোধী আন্দোলন, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও যৌতুক বিরোধী আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন।

রওশন এরশাদ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫২ ময়মনসিংহ-৪ আসন থেকে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৩ গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে একই দলের মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি নবম জাতীয় সংসদে ২১ রংপুর-৩ আসন থেকে উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং নবম সংসদে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রওশন এরশাদ এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জননী। সাবেক রাষ্ট্রপতির পত্নী হিসেবে তিনি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ভ্রমন করেছেন। বাগান করা, বইপড়া, এবং রবীন্দ্র সংগীত শোনা তাঁর প্রিয় শখ।

তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।